যুগান্তর

তারিখ ... 23 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

দেশের ৮২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সেবার বাইরে

দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক সাড়ে চার কোটি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিন কোটিরও কিছু কমসংখ্যক মানুষ ইন্টারনেট সেবার আওতায় এসেছে। এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে খোদ বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের অনুষ্ঠানে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও সোমবার দিবসটি সরকারিভাবে উদযাপনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে একটি উপস্থাপনার মোবাইল ফোন অপারেটর রবির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহেদ আলম ইন্টারনেট ব্যবহারের এ তথ্য তুলে ধরেন। শাহেদ আলম বলেন, তাদের হিসাবে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৮০ লাখ ব্যক্তি দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। এতে দেখা যাচ্ছে ১৮ শতাংশ মানুষ এ সেবার মধ্যে এলেও বাকি ৮২ শতাংশ রয়ে গেছে ইন্টারনেটের বাইরে। তবে সরকারি হিসাবে ইন্টারনেট গ্রাহক সাড়ে চার কোটি ধরলে প্যানিট্রেশন ২৮ শতাংশের ওপরে চলে যায়। অন্যদিকে শাহেদ আলমের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে দেশে ৮৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যে ৬৮ দশমিক ৮ জিবিপিএস ব্যবহার হচ্ছে ইন্টারনেটের জন্য ও বাকিটা ভয়েসের জন্য। তবে ২০০৮ সালেও ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথের পরিমাণ ভয়েসের চেয়ে কম ছিল। ওই বছরের শেষে ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহৃত ব্যান্ডউথের পরিমাণ ছিল দুই দশমিক ৩৩ জিবিপিএস। আর তখন ভয়েসের জন্য ব্যবহৃত হতো ৪ দশমিক ৯৬ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ। ২০১০ সালে ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৮২ জিবিপিএস এবং ২০১২ সালের শেষে যা দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ২৭ জিবিপিএস।

ইন্টারনেট ব্যবহার ল্যাপটপে

—আইটি ডেস্ক